USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

World Vision

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবা পরিস্থিতি

সমস্যা ও সম্ভাবনা

প্রেক্ষাপট

অর্থবছর ২০১৮-১৯ এ বাংলাদেশের মোট জাতীয় প্রবৃদ্ধির ১৩.৬৫% এসেছে কৃষি খাত থেকে[১]। ধান, শাক-সবজি, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগীসহ বিভিন্ন রকম কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে এবং একই হারে মানুষের আয় বৃদ্ধি পাওয়াতে জীবন থেকে ক্ষুধা আর অপুষ্টি অনেকটাই লাঘব হয়েছে[২]। কিন্তু, জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যের যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা তৈরি হয়েছে, সে চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্য সরবরাহের জন্য দরকার পর্যাপ্ত পরিমাণ কৃষি পণ্য উৎপাদনের একটি নিরবিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা কিন্তু তা নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তন ও লবণাক্ততা অনেক ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দেখা যাচ্ছে যে, উপকূলীয় অঞ্চলে যেখানে লবনাক্ততার প্রভাব প্রকট, সেখানে কৃষকেরা এখনও সনাতন পদ্ধতিতে ফসল চাষ করে আসছে।

সনাতন পদ্ধতিতে ফসল আবাদের ধরন পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন একটি সময়োপযোগী কার্যকরী উদ্যোগ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকদেরকে কার্যকরী, ফলপ্রসূ, স্থান উপযোগী, সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী সমন্বিত সম্প্রসারিত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১ সেক্টোরাল শেয়ার অব জিডিপি অ্যাট কন্সট্যান্ট প্রাইজেস, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, http://bbs.portal.gov.bd;

২ পটেবল ওয়াটার ক্রাইসিস ইন সাউথ-ওয়েস্ট বাংলাদেশ। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: https://www.thedailystar.net/opinion/environment/potable-water-crisis-southwest-bangladesh-1512511 উন্নতিসাধনের জন্য পুনঃবিবেচনার ক্ষেত্রসমূহ

WFP World Food Programme wfp.org

WINROCK INTERNATIONAL

২০১৫ সাল থেকে নবযাত্রা প্রকল্প বাংলাদেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় বসবাসরত বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিমান ও দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধিতে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে আসছে, যার মধ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষিকাজ উল্লেখযোগ্য। প্রকল্পটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে, আরও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সফল কাজের পাশাপাশি, সরকারী বিভিন্ন কৃষিসেবা ও উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কমিউনিটি ও সুশীল সমাজের সহযোগিতায় ওয়ার্ল্ড ভিশন এর বহুল প্রচলিত সিটিজেন ভয়েস এ্যান্ড অ্যাকশন নামক সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করে আসছে।

প্রধান সুপারিশসমূহ

- মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে ইউনিয়ন পর্যায়ে শূণ্য পদসমূহে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান।
- ইউনিয়ন কৃষিসেবা নিশ্চিত করতে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক কক্ষ প্রদানসহ ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন ও কার্যকরী করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।
- গ্রামীন কৃষকেরা যেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাঠ পরিদর্শন ও ইউনিয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে নির্ধারিত সেবাসমূহ সঠিকভাবে পেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ইউনিয়ন কৃষি কমিটি ও সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের কার্যকারিতা আরও শক্তিশালী করা।
- নারী কৃষকগণ যেন বাড়ির আঙ্গিনায় বাগান ও শাক-সবজি চাষ করতে পারে, সেজন্য প্রতিটি ইউনিয়নে কৃষি ক্লাবের ব্যবস্থা করা।
- কিভাবে পোকামাকড়মুক্ত ফসল ও শাক-সবজী উৎপাদন করা যায় সেগুলো লিফলেট আকারে প্রকাশক এবং কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা।
- সেচকাজের জন্য স্বাদু পানির সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে সকল খাল লিজমুক্ত করার জন্য উপজেলা ও জেলা পরিষদের সমন্বিত ও সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ।
- চিংড়ী ঘের থেকে নিঃসৃত লবণপানি যেন কৃষিজমিসমূহে নিষ্কাশিত না হয়, এ ব্যাপারে ঘের মালিকদের সতর্ক থাকতে হবে ও প্রয়োজনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- মাঠ পর্যায়ের কৃষকগণ যাতে যথাযথ মূল্যে মানসম্মত কৃষি উপকরণ পেতে পারে, এ লক্ষ্যে কৃষকদের মতামত গ্রহণ ও মনিটরিং প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা।
- উন্নত মানের ফসল উৎপাদন ও জৈব সারের ব্যবহার, লবণাক্ততা সহনশীল ফসলের প্রজাতি সম্পর্কে কৃষকদেরকে অবহিত করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা।

পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া

সিভিএ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, নবযাত্রা খুলনায় প্রাথমিকভাবে একটি সভার আয়োজন করে যেখানে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে ইউনিয়ন কৃষিসেবার জন্য মনিটরিং সূচকসমূহ চিহ্নিত ও মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়। সিভিএ প্রক্রিয়া ও ইউনিয়ন কৃষিসেবার মনিটরিং স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদেরকে অবহিত করতে ৪টি উপজেলায় ৪টি সভা আয়োজিত হয়। ২০১৮ সালে, মনিটরিং স্ট্যান্ডার্ডের আলোকে ইউনিয়ন কৃষিসেবার অবস্থা বুঝতে নবযাত্রা প্রকল্প উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ও ইউনিয়ন কৃষি কমিটির সদস্যগণকে নিয়ে ৪০টি মনিটরিং স্ট্যান্ডার্ড সেশনের আয়োজন করেছিল। প্রত্যেক ইউনিয়ন কৃষিসেবার মান সমন্ধে তাদের মতামত জানার জন্য তিনটি ভিন্ন কৃষকদলসহ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাথে মোট ৪টি স্কোরকার্ড সেশনের আয়োজন করা হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণসমূহ

- আরও উন্নত মানের ফসল উৎপাদন ও কীট-পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে কৃষকগণ উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মূল্যবান কারিগরি উপদেশ পেয়ে থাকেন।
- নবযাত্রার কর্মএলাকার অন্তর্গত চারটি উপজেলার ৪০টি ইউনিয়নে গড়ে প্রায় ৭২.৭৫% ইউনিয়ন কৃষি অফিসে ইউনিয়ন কৃষিসেবা ইউনিটের জন্য পৃথক কক্ষ রয়েছে। যা কিনা আরও নির্দিষ্ট ও আলাদা করে দেখতে গেলে দাকোপ, কয়রা, কালীগঞ্জ ও শ্যামনগরের ইউনিয়নসমূহে যথাক্রমে ৬৭%, ৫৭%, ১০০% এবং ৬৭%।
- নির্ধারিত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রোষ্টার থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত দিন ও সময়ানুযায়ী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে গেছে। সপ্তাহে ৩ দিন কৃষিসেবা প্রদানের নিয়ম থাকলেও, দাকোপ উপজেলার ৩৩% ইউনিয়ন, কয়রা উপজেলার ২৯% ইউনিয়নেই তা অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। নবযাত্রা প্রকল্পের উল্লেখিত উপজেলাসহ বাকি দুই উপজেলার ইউনিয়নসমূহেও এ বিষয়ে ঘাটতি রয়েছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।
- ৪ উপজেলায় গড়ে ৯০% ইউনিয়ন কৃষিসেবা ইউনিটেই মৌসুম ভিত্তিক কৃষি পরিকল্পনা রয়েছে।
- পর্যাপ্ত লোকবলের অভাবে প্রায়শই মৌসুমভিত্তিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি ও সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে দাকোপের ৭৮%, কালীগঞ্জের ৫৮% এবং শ্যামনগরের ৬৭% ইউনিট এগ্রিকালচার সার্ভিস ইউনিট পাক্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।
- কালীগঞ্জের ৮৩% ইউনিয়ন এবং শ্যামনগরের ৭৫% ইউনিয়নে কৃষি কমিটিগুলোর নিয়মিত সভা হয়ে থাকে, যেখানে দাকোপ ও কয়রায় এই হার যথাক্রমে ৪৩% ও ৫৬%। কাজের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা ও পরবর্তীতে গুরুত্বানুসারে সেগুলো প্রশাসনের ওপর মহলে উত্থাপনের ক্ষেত্রে কমিটিগুলোর নিয়মিত সভা হওয়া অপরিহার্য।
- স্কোরকার্ড সেশনের সূচকসমূহে কৃষক দল এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ বেশীরভাগই এভারেজ এবং তার নিচে স্কোর করেছে। যা থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, অংশগ্রহণকারীগণ প্রাপ্ত সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট নন। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রদত্ত সেবা (ব্লক ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সপ্তাহে ৪ দিন) সূচকের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত স্কোর ২.৯১, যা কিনা এভারেজ স্কোর, কিন্তু 'মাঠ প্রদর্শন এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার প্রদত্ত সেবা' সূচকে প্রাপ্ত স্কোর ১.৮৫ যা সন্তোষজনক নয় এবং এ ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যথেষ্ঠ সুযোগ রয়েছে।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের "সিটিজেন ভয়েস ও অ্যাকশন" কর্মসূচি

এই সার-সংক্ষেপটিতে উল্লেখিত সুপারিশসমূহ খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার সাধারণ জনগোষ্ঠীর দ্বারা সংগৃহিত কমিউনিটি পর্যায়ের সুচিন্তিত মতামত ও বক্তব্য থেকে নেওয়া হয়েছে। সাধারণ জনগণ ওয়ার্ল্ড ভিশন এর বহুল প্রচলিত 'সিটিজেন ভয়েস ও অ্যাকশন' নামক সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন সেবার অবস্থা পর্যলোচনা করেছে। কর্মএলাকার অন্তর্গত ৪০টি ইউনিয়নের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীবৃন্দ, ইউনিয়ন কৃষি কমিটির সদস্যগণ, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ, কমিউনিটি পর্যায়ের নারী ও পুরুষ কৃষকদের মধ্যে পরিচালিত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) যেমন, মনিটরিং স্ট্যান্ডার্ড সেশন, স্কোরকার্ড সেশন ও ইন্টারফেইস মিটিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামত, তথ্য-উপাত্ত সার-সংক্ষেপটিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

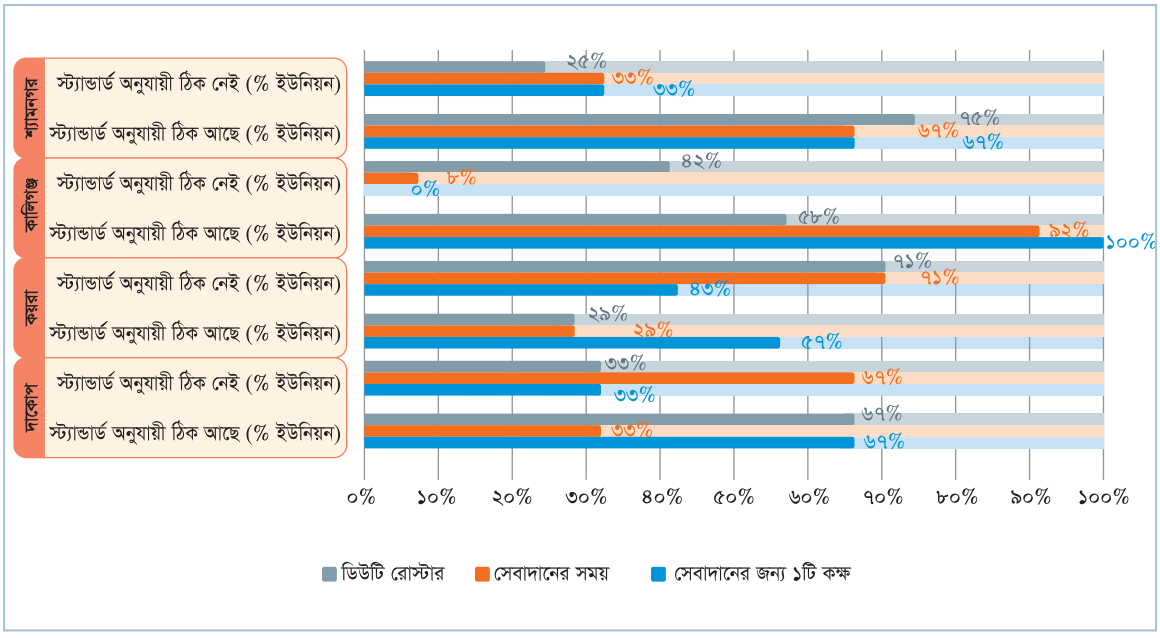

চ্যালেঞ্জসমূহ

- ৪ উপজেলায়ই প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার ঘাটতি রয়েছে; এক্ষেত্রে ৪০টি ইউনিয়নের মধ্যে ৩৯টি ইউনিয়নই মনিটরিং স্ট্যান্ডার্ড (প্রতি ব্লকে ১জন অর্থাৎ ইউনিয়নে ৩ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা) পূরণ করা সম্ভব হয়নি।
- ইউনিয়ন পরিষদসমূহের কৃষিসেবা কেন্দ্রগুলো থেকে প্রদানকৃত সেবার মান সন্তোষজনক নয় এবং কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় কারিগরী পরামর্শ ও সেবা প্রদানের জন্য কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক মাঠ পরিদর্শনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
- মাঠ পরিদর্শন এবং কৃষিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ইউনিয়ন পর্যায়ে বেশিরভাগ কৃষিসেবা ইউনিটই স্ট্যান্ডার্ড পূরণ করতে সক্ষম হয় নি, যার হার দাকোপ, কালীগঞ্জ, শ্যামনগর ও কয়রায় যথাক্রমে ৫৬%, ৭৫%, ৬৭% ও ১০০%। ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তার সংখ্যা, সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট কক্ষ এবং ডিজিটাল সেন্টারের ঘাটতি সনাক্ত করে তা দূরীকরণে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা জরুরী।
- 'মাঠ পরিদর্শন এবং কৃষিসেবা প্রদানের সময়সূচী' সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড পূরণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। বেশিরভাগ ইউনিয়ন কৃষিসেবা ইউনিটই সপ্তাহে তিনদিন কৃষিসেবা প্রদানের স্ট্যান্ডার্ড পূরণ করতে পারেনি।
- পর্যাপ্ত লোকবলের অভাবে প্রায়শই মৌসুমভিত্তিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি ও সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং এ সমস্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

আমরা চেষ্টা করছি বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করতে কিন্তু সেটা করতে গিয়ে পানি সরবরাহে সমস্যা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে আমরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছি। এমতাবস্থায় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ নারী কৃষকদের জন্য কৃষি ক্লাব গঠন ও তাদেরকে বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৮ জানুয়ারী, ২০২০- খুলনায় আয়োজিত 'ইউনিয়ন কৃষিসেবা ইউনিটের সেবার মানোন্নয়ন' শীর্ষক বিভাগীয় সংলাপে অংশগ্রহণকারী জনৈক নারী কৃষক।

উন্নতিসাধনের জন্য পুনঃবিবেচনার ক্ষেত্রসমূহ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ব্লক লেভেলে মাঠ পরিদর্শনের হার বৃদ্ধির বিষয়টি পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা এবং বর্তমান পরিস্থিতির পরবর্তী উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। ইউনিয়ন কৃষিসেবা ইউনিট কর্তৃক কৃষকদের প্রদত্ত প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক মাঠ পরিদর্শনের কারনে ব্যাহত হচ্ছে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তার সংখ্যা, সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট কক্ষ এবং ডিজিটাল সেন্টারের ঘাটতি প্রভৃতিই কম সংখ্যক মাঠ পরিদর্শন নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী সেবা দিতে না পারার মুখ্য কারণ, আর সেজন্যই এ খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধনের জন্য এসকল কারণসমূহকে বিশেষ বিবেচনায় আনা উচিত।
- মনিটরিং স্ট্যান্ডার্ড-এর তথ্য অনুযায়ী, ৪ উপজেলায়ই প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার ঘাটতি রয়েছে; এক্ষেত্রে ৪০টি ইউনিয়নের মধ্যে ৩৯টি ইউনিয়নই মনিটরিং স্ট্যান্ডার্ড (প্রতি ব্লকে ১জন অর্থাৎ ইউনিয়নে ৩ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা) পূরণ করা সম্ভব হয়নি। চার উপজেলায় বিদ্যমান এ ঘাটতি পূরণে ও সেবার মান উন্নয়নে এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত।
- নির্ধারিত দিন ও সময় অনুযায়ী কারিগরি সহায়তা প্রদানের স্ট্যান্ডার্ড পূরণের ক্ষেত্রে আরো বেশি মনোযোগ প্রদান খুব জরুরী।

- কমিটির পূর্ব নির্ধারিত সভাসমূহ যেন নিয়মিত হয় এ বিষয়ে উপজেলা পরিষদের বিশেষ গুরুত্বসহকারে আলোকপাত করা প্রয়োজন। কারন, কাজের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা ও পরবর্তীতে গুরুত্বানুসারে সেগুলো প্রশাসনের ওপর মহলে উত্থাপনের ক্ষেত্রে কমিটিগুলোর নিয়মিত সভা হওয়া অপরিহার্য।
- স্কোরকার্ড সেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কৃষিসেবা ইউনিট অফিসসমূহে পৌঁছানো এবং সে অনুযায়ী কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষ

অভিযোজন ক্ষমতা জোরালো করতে প্রয়োজন স্বতন্ত্র দক্ষতা, গৃহস্থালী পর্যায়ে ধারণক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার একটি পরিপূর্ণ সমন্বয়। কিন্তু সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল জুড়েই, যেখানে লবনাক্ততার প্রভাব প্রকট, সেখানে মানুষ এখনো সনাতন পদ্ধতিতে ফসল চাষ করে আসছে। এমতাবস্থায় টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কৃষকদেরকে কার্যকর, দক্ষ, বিকেন্দ্রীক, অবস্থান নির্দিষ্ট, চাহিদা অনুসারে সমন্বিত সম্প্রসারিত সেবাপ্রদান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, সনাতন পদ্ধতিতে ফসল আবাদের ধরণ পরিবর্তন করার জোরালো সুপারিশ এবং তার বাস্তবায়ন হতে পারে একটি সময়োপযোগী কার্যকরী উদ্যোগ। এ বিভাগটি জেলা ও উপজেলার কৃষিবিদসহ ইউনিয়ন পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে তৃণমূল কৃষকদের কৃষি সম্প্রসারণ সেবাসমূহ প্রদান করে আসছে। সিভিএ প্রক্রিয়ার স্কোর কার্ড সেশনে চিহ্নিত বিদ্যমান ঘাটতিসমূহ ও তা হ্রাসকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ নিশ্চিতভাবেই হতে পারে লবণাক্ততা সহিষ্ণু কৃষিকাজের জন্য একটি কার্যকরী সমাধান।

যে কোনও দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষিখাতে উন্নয়ন সবচেয়ে জরুরী মৌলিক বিষয়। আর এ বিষয়ে উন্নতি সাধনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারসমূহে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও অর্জন করতে সকল সংশ্লিষ্ট ও সচেতন অংশীজন একত্রে কাজ করবেন। গত ৮ জানুয়ারী, ২০২০- খুলনায় আয়োজিত 'ইউনিয়ন কৃষিসেবা ইউনিটের সেবার মানোন্নয়ন' শীর্ষক বিভাগীয় সংলাপে এ প্রতিশ্রুতিই করা হয়। সরকারের একজন প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে প্রায় ৫০-৬০% উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের পদই বর্তমানে খালি, নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান; ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষিসেবা ইউনিটে কর্মকর্তাদের বসার ব্যবস্থা নেই, এ বিষয়ে কার্যকরী উদ্যেগ নিতে উপজেলা চেয়ারম্যানের সদয় দৃষ্টি প্রয়োজন। খাল অবমুক্তকরণের মাধ্যমে কৃষকদের সেচকাজের জন্য পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিভাগীয় সংলাপে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে নবযাত্রা প্রকল্প বিভাগীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যালয়, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় আলোচনা অব্যাহত রাখবে।

ইউএসএআইডি'র নবযাত্রা প্রকল্প কর্তৃক কমিউনিটির অংশগ্রহণ এবং মনিটরিং স্ট্যান্ডার্ড হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই নীতি সংক্ষেপটি প্রণীত। গবেষণা করেছেন **রুবাইয়াৎ আহসান** ও **নির্মল সরকার**, বাংলায় অনুবাদ করেছেন **মন্দিরা গুহ নিয়োগী** ও **ফাইমা রহমান**, মাঠ পর্যায়ে অথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন **আমোস মুর্মু** ও **স্টিফেন হেমব্রম**, আইডিয়া ও সম্পাদনায়- **মোহাম্মদ নূরুল আলম রাজু** ও **সায়কা কবীর**।

এই নীতি সংক্ষেপটি ইউএসএআইডি'র মাধ্যমে আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সহায়তা দ্বারা প্রণীত। প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত দায়-দায়িত্ব ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর নিজস্ব। এখানে ইউএসএআইডি অথবা আমেরিকান সরকারের কোন মতামত প্রতিফলিত হয়নি।

আরও যোগাযোগের জন্য: **রাকেশ কাটাল**, চিফ অব পার্টি, নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, আবেদিন টাওয়ার (২য় তলা), ৩৫, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।